দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 22 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির সুযোগ নিন

আফরোজা পারভীন বানু

বাংলাদেশের ১৩টি সরকারী মেডিক্যাল কলেজে ১ম বর্ষ এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির জন্য শিক্ষাবর্ষ (১৯৯৪-৯৫) আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

■ যোগ্যতা ঃ বাংলাদেশের যে কোন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা বোর্ড অথবা দেশের বাইরের যে কোন স্বীকৃত বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় হতে যে কোন গ্রুপে এসএসসি/দাখিল বা সমমানের পরীক্ষা এবং পদার্থ, রসায়ন ও জীববিদ্যাসহ এইচএসসি আলীম বা সমমানের পরীক্ষায় কোন তৃতীয় বিভাগ ছাড়া উত্তীর্ণ হতে হবে। উভয় পরীক্ষায় পেতে হবে ন্যূনতম ১২০০ নম্বর। এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় জীববিদ্যায় তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক আলাদা আলাদাভাবে পাস নম্বর থাকতে হবে। যে সব প্রার্থী ১৯৯০ সালের আগে এসএসসি এবং ১৯৯২ সালের পূর্বে এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় পাস করেছেন তাঁরা আবেদন করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

■ আসন সংখ্যা ঃ দেশের ১৩টি কলেজে সব মিলিয়ে ১৪৫০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। ঢাকা, সলিমুল্লাহ (ঢাকা), ময়মনসিংহ, শের-ই- বাংলা মেডিক্যাল কলেজ (বরিশাল), চট্টগ্রাম, এমএজি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ (সিলেট), রাজশাহী ও রংপুর এই ৮টি কলেজের প্রত্যেকটিতে ১৫০টি করে এবং ফরিদপুর, খুলনা, কুমিল্লা, জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ (বগুড়া) ও দিনাজপুর এই ৫টি কলেজের প্রত্যেকটিতে ৫০ জন করে সর্বমোট ১৪৫০ জনকে ভর্তি করা হবে। এর অর্ধেক অর্থাৎ ৭২৫টি আসন জাতীয় মেধা ভিত্তিতে এবং বাকি অর্ধেক অর্থাৎ ৭২৫টি আসন ৬৪টি জেলার জনসংখ্যা ভিত্তিতে কোটা অনুযায়ী জেলা মেধা ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে।

পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের প্রার্থীদের জন্য ১২টি (প্রত্যেক জেলায় ৩ জন উপজাতীয় ও ১ জন অউপজাতীয়), বৃহত্তর সিলেট জেলার উপজাতীয় প্রার্থীদের জন্য ২টি ও অন্যান্য জেলার উপজাতীয় প্রার্থীদের জন্য ২টিসহ সর্বমোট ১৬টি অতিরিক্ত আসন সংরক্ষিত। তবে তাদের উল্লিখিত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে এবং একই ভর্তি পরীক্ষা দিতে হবে।

■ ভর্তি পরীক্ষা ঃ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা দিতে হবে। লিখিত পরীক্ষা হবে এমসিকিউ পদ্ধতিতে। নম্বর বিন্যাস ঃ পদার্থ ৪৫, রসায়ন ৪৫, জীববিদ্যা ৪৫, ইংরেজী ১৫। মোট নম্বর ১৫০। মৌখিক পরীক্ষা হবে ২০ নম্বরের। এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ১ শতাংশ অনুসারে ১০ নম্বর এবং এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ১ শতাংশ অনুসারে ১০ নম্বর ধরা হবে। লিখিত পরীক্ষা হবে ৯০ মিনিট বা দেড় ঘণ্টার। প্রাপ্ত সর্বমোট নম্বর যদি সমান হয় তাহলে এইচএসসি পরীক্ষায় পদার্থ, রসায়ন ও জীববিদ্যায় প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধা নির্বাচন করা হবে। তাও যদি সমান হয় তাহলে জীববিদ্যায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধা নির্বাচন করা হবে। লিখিত পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে মেধা অনুযায়ী ২৫০০ জন ছাত্রছাত্রীকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে।

ভর্তি পরীক্ষায় চূড়ান্ত ফলের ভিত্তিতে তৈরি মেধা এবং প্রার্থীর দেয়া কলেজ পছন্দের ভিত্তিতে প্রার্থী কোন কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবেন তা নির্ধারণ করা হবে।

ভর্তি পরীক্ষার আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ, নিরীক্ষাকরণ ও ফল চূড়ান্তকরণ কম্পিউটারের মাধ্যমে হবে। চূড়ান্ত ফল প্রকাশের সময় জাতীয় মেধা ও জেলা কোটার ভিত্তিতে নির্বাচিত ১৪৫০ জনের তালিকা জানিয়ে দেয়া হবে। একই সঙ্গে ২২০ জনের মেধাভিত্তিক অপেক্ষমাণ তালিকাও প্রকাশ করা হবে।

■ আবেদনপত্রের প্রাপ্তিস্থানঃ বিভিন্ন বোর্ড থেকে এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা ভর্তির জন্য নিচের নির্দিষ্ট কলেজের যে কোন একটি থেকে নির্ধারিত আবেদনপত্র সংগ্রহ করে ঐ কলেজেই জমা দিতে হবে এবং ঐ কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় (লিখিত ও মৌখিক) অংশগ্রহণ করতে হবে।

(ক) ঢাকা বোর্ড ঃ ঢাকা/স্যার সলিমুল্লাহ/ময়মনসিংহ/ফরিদপুর।

(খ) কুমিল্লা বোর্ড ঃ চট্টগ্রাম/সিলেট এমএজি ওসমানী/কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ।

(গ) রাজশাহী বোর্ডঃ রাজশাহী/রংপুর/দিনাজপুর/বগুড়া মেডিক্যাল কলেজ।

(ঘ) যশোর বোর্ড ঃ বরিশাল/খুলনা।

(ঙ) মাদ্রাসা বোর্ড ও অন্যান্য বোর্ডঃ যে কোন মেডিক্যাল কলেজ। ভর্তির আবেদনপত্র ২০ টাকা (অফেরতযোগ্য) দিয়ে নির্দিষ্ট মেডিক্যাল কলেজ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। আবেদনপত্র পূরণ করে ২৩০ টাকা সেন্টার ফিসহ (অফেরতযোগ্য) জমা দিতে হবে।

আবেদনপত্র গ্রহণ করার শেষ তারিখ ১১ ফেব্রুয়ারি। লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ১৭ মার্চ, সকাল ৯টায় সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে।